কাঠ গোলাপ

পাপড়ির ন্যায় একগুচ্ছ অনুভূতি

ইমরান হোসাইন আদিব

কিছু কথা...

কাঠগোলাপ বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত একটি ফুলের নাম। শুধু যেন একটা ফুল নয়, একগুচ্ছ অনুভূতির উপমা, ভালোবাসা ও শুদ্ধ প্রেমের প্রতীক!
বইয়ের প্রতিটা লেখায় মানুষের জীবনের বিভিন্ন ধাপে ঘটা বাস্তবিক বিষয়গুলোকে শব্দে রূপ দেওয়ার ক্ষুদ্র চেষ্টা। পৃষ্ঠার ভাঁজে থাকা শব্দগুলোতে জায়গা করে নিয়েছে একাকিত্বের দহন, বিচ্ছেদের তিক্ততা, রূপ বদলানো মানুষের বিষাক্ততাসহ সমসাময়িক অন্যান্য প্রেক্ষাপট। পড়তে গেলেই মনে হবে লেখার প্রতিটা শব্দ যেন আপনাকে ঘিরেই সৃষ্টি!
কাঠগোলাপ নিয়ে গল্প হোক, কাঠগোলাপ নিয়ে শহরের রাস্তায় উৎসব নামুক। ভেঙে পড়া মন জেগে উঠুক, কাঠগোলাপের স্নিগ্ধতার স্বরে!

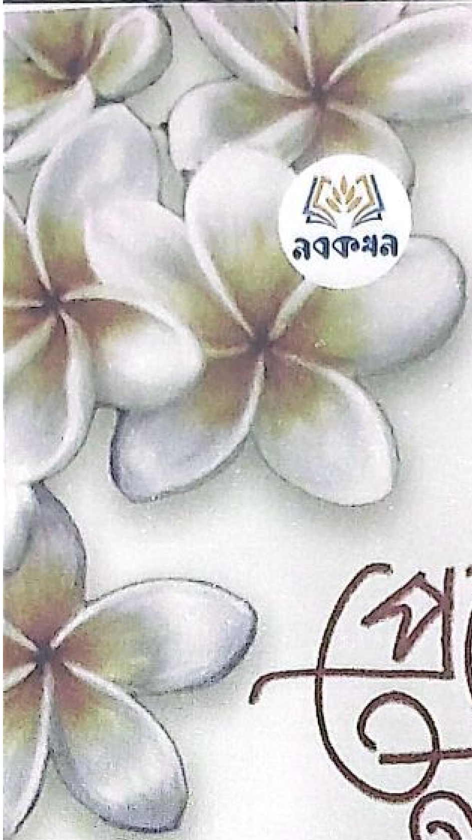

নবকথন

প্রেমে না পড়ে বই পড়ুন।

কাঠগোলাপ

ইমরান হোসাইন আদিব

নবকথন

সূচিপত্র

কাঠগোলাপ	০৯	৫৫	সুন্দরের কোনো রং নেই
চিঠির যুগ	১১	৫৭	রূপ বদলেছে ভালোবাসা
কাঠগোলাপ বিসর্জন	১২	৫৮	ডিসেম্বরের শহর
ভালোবাসা বারণ	১৪	৫৯	অভিযোগনামা
বদলে যেতে হয়	১৫	৬১	তুমি এসো
ভালোবাসায় ভালো রাখতে শেখো	১৬	৬২	বৃষ্টিকথন
কাঠগোলাপ সমীপে	১৭	৬৩	শ্যামলি সেন ডাকঘর
জীবনে বরং কম মানুষ হোক	১৮	৬৫	মানুষ চলে গেলে দুঃখ বাড়ে
প্রেম ও প্রেমিক হোক শুদ্ধ	১৯	৬৬	তুমি আমার শহরে এসো
এসিড বৃষ্টি	২০	৬৭	শুদ্ধ প্রেম
প্রিয় সমীপে	২১	৬৮	মধ্যবিত্ত বাবাদের গল্প
তুমি শান্তি হয়ে যাও	২২	৭০	প্রিয় মানুষ
বার্ধক্য প্রেম	২৩	৭২	মানুষের জন্য মানুষ কাঁদে
বেনামি চিঠি	২৫	৭৩	মোনাজাত
মানুষ কমুক, মানুষ কমান	২৬	৭৫	শেষ চিঠি
ভালোবাসা ঠাঁই পায়নি?	২৮	৭৭	অভিযোগ হোক নিজেকে নিয়ে
তুমিময় সন্ধ্যা	২৯	৭৮	তুমি আর আমাকে কই পেলে!
নিজেকে ভালো রাখুন	৩১	৭৯	নারী
তুমি অপয়া	৩৩	৮১	পকেট আছে টাকা নেই
ইচ্ছে পূরণ	৩৪	৮২	যত অনুশোচনা তত ভোগান্তি
চাহিদা	৩৫	৮৩	প্রেমিক
মায়া না-কি মোহ	৩৭	৮৪	বেকারত্ব
ভালোবাসার মানুষ নেই	৩৮	৮৫	পাঞ্জাবি
শুদ্ধ প্রেমিক	৩৯	৮৬	সুখপাখি
ভালোবাসি প্রিয়	৪১	৮৭	কেই-বা রাখে খোঁজ
একা বাঁচতে শিখো প্রিয়	৪৩	৮৮	ভালোবাসা না-কি লালসা!
বহুদিন হলো প্রেম হয়ে ওঠে না	৪৪	৮৯	আত্মার মুক্তি
ভালোবাসি বলেই তোমাকে চাইনি	৪৬	৯০	বিশুদ্ধ অঞ্চল
প্রিয় অয়ন্তি	৪৭	৯১	প্রেমকে না বলে বরং বইকে হ্যাঁ বলুন
শেষ বেলার আশ্রয়	৪৮	৯২	বোকা মানুষ
টাকা	৪৯	৯৩	খুব কি ক্ষতি হতো?
বোকা প্রেমিকা	৫০	৯৪	মিছে মায়া
দুফোঁটা বৃষ্টির দূরত্ব	৫১	৯৫	একদিন সব হবে
জমে যাচ্ছে প্রেম	৫২	৯৫	অপেক্ষা
শেষ মুক্তি	৫৪	৯৬	নিরাপদ আঁচল

"কাঠগোলাপ"

তোমায় আমি কুড়িয়ে পেয়েছি এক ভেজা সন্ধ্যায়,
নিস্তব্ধ নির্জন পথে পড়ে থাকা নিঃসঙ্গ একটি কাঠগোলাপের ন্যায়।
তোমার কোনো নামধাম ছিল না কিংবা পরিচয়টা,
মনের খেয়ালে তাই তোমার নাম দিয়েছি অপরিচিতা।
যদিও রবীন্দ্রনাথের গল্পের চরিত্রের সাথে তোমার কোনো যোগসূত্র ছিল না।

অভিভাবকহীন তোমায় আমি আগলে রেখেছি
মন্দ লোকের হায়েনা দৃষ্টি থেকে,
আশ্রয়হীন তোমায় আমি আগলে রেখেছি-
হঠাৎ বয়ে আসা তীব্র ঝড়ো বাতাস আর মেঘের প্রবল বজ্রঘাত হতে।

তারপর সময় চলে যাচ্ছে তার স্বতন্ত্র নিয়মে,
তুমিও বড়ো হয়ে উঠছ রোজ আমার আদরে।
তোমার শরীরের কোমলতা প্রতিনিয়ত বাড়ছে দ্বিগুণ অতি যত্নে।
কালো কেশ ছেয়ে যাচ্ছে ঘাড় ছাড়িয়ে কোমর অবধি,
তাল মিলিয়ে ঠোঁটের কোণায় থাকা তিলটা ক্রমশ মায়াবি হয়ে উঠছে বডড।
তুমি বলতে শেখেছ, তুমি আকাশ ভালোবাসো।
তুমি বলতে শেখেছ, তুমি ফুল ভালোবাসো।

ছাড়িয়ে রূপ লাবণ্য নিজেকে বিকশিত করলে,
তোমার মায়ায় পড়ে জোনাকিরাও ছুটে দলবেঁধে।
বৃষ্টি তোমায় ভেজাতে না পেরে নিজেকে পাপিষ্ঠ ভাবছে প্রতিনিয়ত,
তোমার নেশায় মাতাল হয়ে অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে কতশত!

এরপর হঠাৎ একদিন সাহস করে তোমায় বললাম,
"আমাকে নিয়ে তোমার অনুভূতি কী?"
প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে জবাব দিলে, "ধন্যবাদ কবি।
এবার তবে মুক্তি দাও, নিজের ফেলে আসা শহরে যেতে চাই!"

নির্বাক আমি দেয়াল হয়ে দাঁড়াতে পারিনি তোমার ফিরতি পথে,
এতটুকু প্রতিবন্ধক হয়ে।
এতদিনের আগলে রাখা তুমি আজ মুক্ত হওয়ার বায়না করছ এভাবে।
যেন আর একটা মুহূর্তও তোমায় আগলে রাখার অধিকার আমার নেই।
কৃতজ্ঞতাবোধটুকুও যেন তার জায়গা থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছে ভীষণভাবে।

তবুও নিজেকে সামলিয়ে বিষাদ বহমান স্রোত থামিয়ে
তোমার শেষ যাত্রায় খোঁপায় গুঁজে দিলাম একটি কাঁচা শিউলি ফুলের মালা।
শেষ আকুতি হিসেবে বলছি,
"শুকিয়ে গেলেও স্মৃতি হিসেবে রাখিয়ো আগলে পরম মমতায়,
এই শেষ চিহ্নটুকু সহস্রবেলা!"

"চিঠির যুগ"

চিঠির যুগই ভালো ছিল।
শব্দের সৌন্দর্য হারাতো না, রুচিরও দুর্ভিক্ষ হতো না।
আবেগও এতটা সহজলভ্য হতো না।
মানুষের প্রতি মানুষের কৌতূহলও দ্রুত মিটে যেত না।

প্রাপক সযত্নে চিঠি আগলে রাখত বিছানার নিচে,
বালিশের নিচে নয়তো বইয়ের ভাঁজে।
কথার গোপনীয়তা থাকত, অনুভূতির স্বচ্ছতা থাকত।
দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে কতশত কথা জমে যেত।
খাম খুলে বারবার দেখার আকুতি থাকত।
চিঠির উত্তর দেওয়ার ব্যস্ততা থাকত,
চিঠির উত্তর পাওয়ার অস্থিরতা থাকত।

চিঠির যুগে সুন্দর এক অপেক্ষায়–
মানুষের শুদ্ধতম ভালোবাসার লেনদেন হতো।